بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৭ ডিসেম্বর ২০২০

জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল ঘানার সাথে ঐতিহাসিক সভা করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"আমাকে প্রথম ঘানাতে নিযুক্ত করা হয়েছিল, আর তার পরমুহূর্ত থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমার আঙ্গুল ধরেছেন, আর আমাকে এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে নিয়ে গেছেন, যার ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।"

- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৫ ডিসেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) *জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল* (আহমদী মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান) ঘানার ১৮৫ জন ছাত্রের সাথে পঁচাত্তর মিনিটের এক অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করেন।

এই প্রথমবারের মতো *জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল*-এর কোন ক্লাস হুযূর আকদাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল। আর, এভাবে ঘানা, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, জর্ডান ও কাযাখস্থানসহ বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণরত মুবাল্লেগ (ধর্ম প্রচারক)-গণ তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতার সাথে সমবেতভাবে মিলিত হওয়ার এবং দিকনির্দেশনা ও দোয়ার আবেদনের সুযোগ লাভ করলেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ ঘানার সেন্ট্রাল রিজিওনের মানকেসিম (Mankessim)-এ অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লেক্সে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও এর অনুবাদ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করা হয় এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখনী থেকে একটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনানো হয়।

সভায় হুযূর আকদাসকে ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে তাঁর ঘানায় থাকাকালীন কোন বিশেষ স্মৃতি বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমার ঘানায় থাকাকালীন, তৃতীয় খলীফা, হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) দেশটি সফর করেন এবং আমার স্মরণ আছে যে, সফরের প্রথম দিনেই, তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আক্রায় (Accra) মানুষ সমবেত হয়ে ছিল। আর তাই খলীফা সালেস (রাহে.) তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাইরে আসেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এ বক্তৃতা চলাকালীন ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। অবস্থা এমন হয় যে, মাথার উপর ছাতা ধরার পরও খলীফা সালেস (রাহে.)-এর জামা-কাপড় ভিজে যায়। ভারী বৃষ্টি সত্ত্বেও ঘানার নারী-পুরুষ ও শিশু এক ইঞ্চিও নড়েন নি এবং তারা পূর্ণ মনোযোগের সাথে বক্তৃতা শুনতে থাকেন। খলীফা সালেস (রাহে.) তাদের উচ্চমানের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় অভিভূত হন এবং পরবর্তীতেও উল্লেখ করেছিলেন কীভাবে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও তারা খলীফাতুল মসীহ্-র কথা মনোযোগের সাথে শুনেছেন এবং নিজেদের স্থান থেকে নড়েন নি।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“অনুরূপভাবে, আমার স্মরণ আছে যে, যখন আমি ২০০৫ সালে তানজানিয়া সফর করেছিলাম, সেই দিনগুলোতে বেশ কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে, যখন আমি জলসা চলাকালীন মহিলাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলাম, হঠাৎ আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। তাদের উপর টাঙানো শামিয়ানা তা ধরে রাখতে করতে পারে নি, আর তাই হঠাৎ করেই মহিলারা যেখানে বসে ছিলেন সেখানে অঝর ধারায় বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজনও তাদের নিজ স্থান থেকে নড়েন নি। বরং তারা নিজ অবস্থানে স্থির থাকেন এবং ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে আমার বক্তৃতা শোনা অব্যাহত রাখেন।”

হুযূর আকদাস বলেন যে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সফল জাতিসমূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য আর আফ্রিকার জনগণ ও জাতিসমূহ এক্ষেত্রে অন্যান্যদের জন্য এক দৃষ্টান্ত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সাধারণভাবে বলতে গেলে, আফ্রিকার মানুষের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাত্রা বেশ উচ্চ আর প্রকৃতিগতভাবেও তারা সুশৃংখল মানুষ। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এই গুণাবলী বজায় থাকে এবং একে আরো অগ্রসর করা হয়। তাই, আপনাদের সকলের, যারা মুবাল্লেগ হচ্ছেন, নিশ্চিত করা উচিত যে, পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দানের পাশাপাশি, আপনারা তাদেরকে এ বিষয়েও শিক্ষা দান করুন যে, ইসলাম শৃংখলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে,

এবং নিশ্চিতভাবে, ঐসকল জাতি যারা এই গুণের অধিকারী তারাই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। যেভাবে আমি বলেছি, প্রকৃতিগতভাবেই আফ্রিকানরা সুশৃংখল মানুষ আর এখন কেবল এটি আবশ্যক যে এই গুণকে যেন সুসংগঠিতভাবে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। যদি আপনাদের জাতিসমূহ এমনটি করতে পারে, তবে ইনশাআল্লাহ্, আফ্রিকা একদিন পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিবে, আর এর জন্য আপনাদেরকে, মুবাল্লিগ হিসেবে, আপনাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।"

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে নাস্তিকদেরকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় কী?

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তির জন্য খোদা তা'লার অস্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ তার নিজের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা। যদি কোন নাস্তিক খোদাকে অস্বীকার করেন, তবে আমাদের উচিত তাকে অবহিত করা যে, আমরা আমাদের নিজ জীবনে খোদার অস্তিত্বের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমরা এর সাক্ষী। আমাদের প্রত্যেকেরই এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি এবং তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন। সুতরাং, আপনাদের কেউ যখন কোন নাস্তিকের মুখোমুখি হন, আপনাদের তাকে জানানো উচিত যে, আপনারা খোদা তা'লাকে দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন; সুতরাং, এটি অসম্ভব যে, আপনারা কোন দিন তাঁকে অস্বীকার করবেন। তাদেরকে বলুন যে, যদি তারা আন্তরিকতা এবং খোলা মনের সাথে চেষ্টা করেন, তারাও খোদার সন্ধান পাবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"অনেক মানুষ যারা খোদাকে অস্বীকার করেন তারা নিজেদের বিশ্বাসে অত্যন্ত বদ্ধমূল এবং এমনকি এর বিপরীতে কোন ধরনের দলিল-প্রমাণ শুনতে বা বিবেচনা করতেও চান না। কয়েক বছর পূর্বে, একজন স্বনামধন্য নাস্তিক খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে একটি বিখ্যাত বই রচনা করেন, আর তাই এর প্রত্যুত্তরে আমি তার কাছে পবিত্র কুরআনের ৫ খণ্ডের ইংরেজি তফসীর এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই The Philosophy of the Teachings of Islam (বাংলা শিরোনাম 'ইসলামী নীতিদর্শন') প্রেরণ করি এবং তাকে এগুলো পড়তে অনুরোধ করি, যেন তিনি আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণাদি অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু, তিনি উত্তর দেন যে, এগুলো পড়ার বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। অর্থাৎ, তিনি চান আমরা তার বই পড়ি, কিন্তু আমাদেরটা পড়তে তিনি অনিচ্ছুক। যাহোক, অন্যান্য নাস্তিক রয়েছেন যারা এর চাইতে খোলা মনের অধিকারী এবং অন্যদের কথা শুনতে

প্রস্তুত। আর তাই আপনাদের এমন ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়া উচিত এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অতীতে, অনেক মানুষ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, আর পরে তারা স্বীকার করেছেন যে, যদিও খোদার উপর তাদের বিশ্বাস নেই, কিন্তু, যদি কোনদিন তারা তাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করেন, তবে তা এ খলীফার জন্যই করবেন, কেননা তিনি খোদার অস্তিত্ব সবচেয়ে যৌক্তিক উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। উপরন্তু, আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যদের হৃদয়কে নরম করে পরিবর্তন করতে গেলে আপনাদের অবশ্যই দোয়ার সীমাহীন শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যা থেকে অন্যরাও শিখতে এবং কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন।"

সভার শেষাংশে, হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখন তার কোন্ কর্মক্ষেত্র বা কোন্ পেশা অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি যা হতে চেয়েছিলাম তা আমি হতে পারি নি, আর আমি এমন এক অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছি, যার জন্য আমার কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"প্রথমে আমি বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলাম আর ভেবেছিলাম যে আমি হয়তোবা চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে পারি। তারপর আমি কৃষি-অর্থনীতি পড়লাম আর দোয়া করলাম এবং অন্তরে এই অঙ্গীকার করলাম যে, যদি আমি এম.এস-সি. পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাই তবে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ (যিন্দেগী ওয়াক্ফ) করবো। এরপর, আমার নিজের পক্ষ থেকে তেমন কোনো সত্যিকারের চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ্ আমাকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দেন, আর তাই তখন আমি আমার জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার পূর্ণ করি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আমার প্রথম পদায়ন হয়েছিল ঘানাতে, আর তার পরমুহূর্ত থেকে আল্লাহ্ তা’লা আমার আঙ্গুল ধরেছেন, আর আমাকে এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে নিয়ে গেছেন, যার ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সুতরাং, আমাদের সকল সময়ে আল্লাহ্‌র হাতকে দৃঢ়ভাবে ধরার বিষয় প্রত্যাশী ও সচেষ্ট হওয়া উচিত, এবং সকল বিষয়ে তাঁরই সাহায্য চাওয়া উচিত। যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে এমনটি করেন, তবে তিনি স্বয়ং সেই ব্যক্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তার খেয়াল রাখেন। বিশেষ করে, আমাদের মুরব্বীগণের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন খোদার হাতকে দৃঢ়ভাবে ধরেন এবং তার কাছে সাহায্য চান, যেন তিনি আমাদেরকে যেখানে চান এবং যা আমাদের জন্য ভাল মনে করেন সেখানেই নিয়ে যান এবং আমাদের মধ্যে সেই সকল গুণাবলী সৃষ্টি করেন যা তিনি কামনা করেন। এটিই আশিসমণ্ডিতদের পদ্ধতি।”